তারিখ 30 DEC 2015
পৃঃ ১৪ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষার মান নিয়েও ভাবতে হবে

দেশে, বিশেষ করে রাজধানীতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। মানের বালাই নেই। নিয়মনীতির তোয়াক্কা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের জরিপ বলছে, দেশে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছেন এমন ৬৩ শতাংশ শিক্ষার্থীই পড়ছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে এগুলোর মধ্যে মাত্র ১০টির মান 'ভালো', কয়েকটির 'মোটামুটি' এবং বেশির ভাগের মান 'খুব খারাপ'। নতুন অনুমোদন পাওয়া ছয়টি নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮৯। আর এর দুই-তৃতীয়াংশই গড়ে তোলা হয়েছে ঢাকা নগরীতে। নৈরাজ্য রোধ ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল, রাজধানীতে আর নয়, বিশ্ববিদ্যালয় নেই এমন জেলাই প্রাধান্য পাবে নতুন অনুমোদনে। বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। আরো ছয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মাত্র দুটি যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় নেই এমন জেলায়, রাজধানী পাচ্ছে আরো দুটি।

আইনে বলা আছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে তার অধীনে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম চালানো হবে। তবে বাস্তবে চলে বাণিজ্য। একটা অনুমোদন বাগিয়ে কোথাও একটা ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে পারলেই হলো। লাভজনক খাত হয়ে ওঠায় অনেক রাজনীতিবিদও এ 'ব্যবসা'য় আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ফলে অনুমোদন দানের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করে। নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েও সরে আসতে হয়।

কিছুদিন আগে খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'একটি বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই মুদির দোকান বা গার্মেন্টি প্রতিষ্ঠান হতে পারে না।' তাঁর এ কথায় পরিস্থিতির ভয়াবহতা ধরা পড়ে। নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ায় সরকার অবশ্যই সাধুবাদ পেতে পারে। তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোও যে সনদ বাণিজ্য শুরু করবে না তার নিশ্চয়তা কী! উচ্চশিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করার যে হিড়িক চলছে তা দ্রুত বন্ধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি এমন সব জেলায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারেও উদ্যোগ নিতে হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফির একক কাঠামো নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের মতো করে ফি ঠিক করে থাকে। ফলে তার পরিমাণ হয় সরকারি বিশবিদ্যালয়গুলোর তুলনায় অনেক গুণ বেশি। এই নৈরাজ্যও বন্ধ করা প্রয়োজন। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউজিসি পুরনো আইন, অপর্যাপ্ত ক্ষমতা ও জনবল নিয়েই চলছে। তাদের সীমাবদ্ধতা দ্রুত দূর করা উচিত। দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এদিকেও নজর দিতে হবে।